আর·ডি·বনশল প্রযোজিত

অতল জলের আহ্বান

পরিচালনা

অজয় কর

অতল জলের আহ্বান

প্রযোজনা : আর. ডি. বনশল

মূল কাহিনী : প্রতিভা বসু চিত্রনাট্য ও সংলাপ : নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

আলোকচিত্র তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা : অজয় কর

সর্বাধ্যক্ষ : বিমল দে

সংগীত পরিচালনা : হেমন্ত মুখোপাধ্যায় : গীত রচনা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

আলোক চিত্রশিল্পী : কানাই দে
শব্দ গ্রহণ : অতুল চ্যাটার্জী
সংগীত গ্রহণ ও
শব্দপুনর্যোজন : শ্যামসুন্দর ঘোষ
চিত্র পরিস্ফুটন : আর. বি. মেহতা
সহযোগী : অবনী রায়
সম্পাদনা : বৈদ্যনাথ চ্যাটার্জি
শিল্প নির্দেশনা : কার্তিক বসু
প্রধান সহকারী পরিচালক : হীরেন নাগ
রূপসজ্জা : প্রাণানন্দ গোস্বামী
প্রধান কর্মসচিব : ক্ষিতীশ আচার্য
কণ্ঠসংগীত : হেমন্ত মুখার্জি
সুজাতা চক্রবর্তী

প্রচার সচিব : শৈলেশ মুখোপাধ্যায়
যন্ত্র সংগীত : সুর-শ্রী-অর্কেষ্ট্রা
স্থিরচিত্র : পিক্‌স্‌ষ্টুডিও
পটশিল্প : রামচন্দ্র সিন্ধে
কৃতজ্ঞতা স্বীকার : শ্রী বি. ডি. বনশল, শ্রীসীতারাম দাগা, মেসার্স ইন্টারন্যাশানাল এসোসিয়েটেড প্রাঃ লিঃ, ফিনিক্স এসিওরেন্স কোং লিঃ, জলযোগ

ষ্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ সোসাইটীতে আর সি এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত
ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ-এ চিত্রপরিস্ফুটিত ও ওয়েষ্ট্রেক্স শব্দযন্ত্রে সংগীতাংশ গৃহীত ও শব্দপুনর্যোজিত

বিশ্ব পরিবেশনায় : আর. ডি. বি. এণ্ড কোং

সহকারীবৃন্দ

পরিচালনায় : নরেশ রায়
চিত্র শিল্পে : মধু ভট্টাচার্য্য, শক্তি ব্যানার্জি
শব্দগ্রহণে : রবীন ঘোষ
সংগীত গ্রহণ ও
শব্দপুনর্যোজনায় : জ্যোতি চ্যাটার্জি
সম্পাদনায় : রবীন সেন, অশোক ঘোষ
রূপসজ্জায় : পরেশ

সংগীত পরিচালনায় : সমরেশ রায়
ব্যবস্থাপনায় : সুদীপ মজুমদার, বাসু ব্যানার্জি, অরুন দাস
আলোক সম্পাতে : দুলাল শীল, শম্ভু ব্যানার্জি, নিতাই শীল, জগু সিং, শৈলেন দত্ত হরিপদ হাইত

কাহিনী

আপন খেয়ালে সে পথ চলে—প্রতিবেশীর গাছে উঠে পেয়ারা খায়,—রাস্তায় ছোঁড়ে। দুরন্ত ছেলের দল 'পাগলী' বলে চেঁচিয়ে ওঠে—প্রতিবেশীরা তাড়া দেয়—ধেয়ে আসে,—ঢিল ছুড়ে সে জবাব দেয়। সে পাগলী,—নিষ্ঠুর ভাগ্যবিধাতার এ এক দুর্বোধ্য পরিহাস! বিধবা মা রুদ্ধ বেদনায় কেঁদে ওঠেন,—'সাবিত্রী, তুই শান্ত হ, মানুষ হ।' কিন্তু মায়ের অশ্রুধারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে—সাবিত্রী নির্বিকার।

ছোট বোন সীতার বিবাহ ঠিক হয়। শুভ দিনে পাত্রপক্ষ আশীর্বাদ করতে আসেন। সাবিত্রীকে অন্য বাড়ীতে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আশীর্বাদের পরম মুহূর্তে ধূমকেতুর মতই উদয় হয় সাবিত্রী। উন্মাদিনী যেন শুনতে পায় যৌবনের কলধ্বনি! আরক্ত নেত্রে সে সীতার কাছে ছুটে যায়—ছিড়ে ফেলে তার মাঙ্গলিক বেশভূষা। চীৎকার করে ওঠে,—'এই জন্য?' স্তম্ভিত পাত্রপক্ষ বিরক্ত হয়ে ফিরে যান—আর্তস্বরে মা ঝাঁপিয়ে পড়েন সাবিত্রীর প্রতি। 'বেরিয়ে যা'—ধাক্কা দিয়ে সাবিত্রীকে বের করে দেন। বাইরে প্রলয় ঝড় বৃষ্টি। অন্ধকার রাত্রে অজানার পথে সাবিত্রী পা বাড়ায়।

কলকাতায় জয়ন্ত চৌধুরীর প্রাসাদোপম গৃহে টেলিফোন বেজে ওঠে—খবর আসে এক দুর্ঘটনার। তারই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কোন গাড়ীতে চাপা পড়েছে এক তরুণী। তাকে হাসপাতালে পাঠাবার নির্দেশ দিয়ে জয়ন্ত বেড়িয়ে পড়ে।

মেয়েটি সুস্থ হয়ে ওঠে—কিন্তু হারিয়ে ফেলে তার পরিচয়। হাতের

আংটি দেখে শুধু জানা যায়—তার নাম 'সাবিত্রী'। পরিচয়ের কোন সূত্র না থাকায় জয়ন্তর প্রাসাদেই সে আশ্রয় লাভ করে।

ধনীর দুলাল জয়ন্ত। পিতা সীমন্ত চৌধুরীর অগাধ ঐশ্বর্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী। উপযুক্ত পুত্রের হাতে সব কিছু সমর্পণ করে তিনি দার্জিলিংএ অবসর জীবন যাপন ক'রছেন। বাৎসল্য প্রেমের পূর্ণ প্রতীক সীমন্ত কখনও পুত্রের উপর চাবুক চালাতে যান নি। পিতৃভক্তির মূর্ত বিগ্রহ জয়ন্ত কখনও পিতার ইচ্ছার কাছে আত্মবলি দেয় নি। অভিনব এদের জীবন গাঁথা। আত্মীয়স্বজনহীন বিরাট প্রাসাদে এক ডজন ঝি-চাকরের সঙ্গে জয়ন্তকে কাটাতে হ'ত। দিন রাত নিজের অফিসের কাজেই সে মগ্ন থাকত—ব্যক্তিগত সুখ সাচ্ছন্দ্যের প্রতি বিন্দুমাত্র লক্ষ্য ছিল না।

সীমন্ত মাঝে মাঝে পুত্রকে দেখতে আসেন। এমনি ভাবেই অতর্কিতে শিলিগুড়ি ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমে দেখা হয় অনুরাধা দেবীর সঙ্গে। বিস্মিত হন সীমন্ত চৌধুরী, স্তিমিত আলোকে সেই অতি পরিচিত মুখখানি দেখে উন্মনা হয়ে ওঠেন অনুরাধা দেবী। মনের কোনে ভেসে আসে অতীতের সেই মধুর স্মৃতি। যৌবনের স্বপ্নমুখর দিনগুলি আজ প্রৌঢ়ত্বের দ্বারে আঘাত হানে। ব্যর্থ হয়েছিল দুজনের প্রেমাভিসার। জয়ন্তর মার প্রতি অবিচার করতে পারেন নি অনুরাধা দেবী। নিজেকে বিবাহের যুপকাষ্ঠে বলি দিয়ে সীমন্তর কাছ থেকে অতি দূরে চলে গিয়েছিলেন। আজ তিনি নিঃসঙ্গ,—একমাত্র কন্যা লটিকে নিয়েই তার সংসার। সীমন্ত চৌধুরী জয়ন্ত লটির মিলনের মধ্যে ফিরে চাইলেন ব্যর্থ জীবনের কিছুটা পূর্ণতা। অনুরাধা দেবীও সীমন্তর আকাঙ্ক্ষা ও নিজের শূন্যতার সমাধান চাইলেন। কিন্তু বিবাহের কথা উঠতেই জয়ন্ত বলে ওঠে, 'যে বাড়ীতে আমার মায়ের পদধূলি পড়েনি, সেখানে অন্য কোন স্ত্রীলোককে আমি স্থানদিতে পারবোনা'।

অনুরাধা দেবীকে কেন্দ্র করে পিতার প্রতি তার একটা অস্পষ্ট অভিমান ছিল। তার আদর্শবাদী মন অনুরাধা দেবীকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে নি তাই পরিচয়ের প্রথম দিনেই জয়ন্তর অজ্ঞাতে যেন কটাক্ষ বেরিয়ে আসে! কিন্তু অনুরাধা দেবীর ব্যক্তিত্বের কাছে জয়ন্তকে হার মানতে হ'ল। মাতৃহারার মরুবক্ষে অমৃতের নির্ঝরিণীর মত অনুরাধা দেবী নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন,—গর্ভধারিণী না হয়েও তিনি আজ জয়ন্তর জননী। আর সেই সূত্রে লটির সঙ্গেও পরিচয় ঘনীভূত হয়ে ওঠে।

জয়ন্ত যেন ভিন্ন ধাতুতে গড়া। রূপসী লটির আকর্ষণ তাকে কোনরূপ বিচলিত করতে পারে নি। নিজের প্রাসাদে একান্ত নিকটে থেকেও সাবিত্রীর অবস্থিতি সম্পর্কে সে ছিল সম্পূর্ণ উদাসীন। নীরব সেবার মাঝে সাবিত্রী তার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এসেছে, কোনও দিন জয়ন্তর সামনে এসে দাঁড়ায় নি। অথচ সাবিত্রীকে নিয়েই দেখা দিল আলোড়ন। হিতৈষী বন্ধু পরিচয়ে অনেকেই এবিষয় প্রতিবাদ জানায় জয়ন্তর কাছে। জয়ন্ত ধৈর্য হারিয়ে ফেলে,—কঠোরভাবে সাবিত্রীকে বিদায় দেয়।

……সাবিত্রী চলে যায়,—রাত্রির অন্ধকারে স্মৃতিলুপ্তা সাবিত্রী আবার অজানার পথে এগিয়ে যায়। ভেঙ্গে পড়ে জয়ন্তর সমস্ত ব্যক্তিসত্তা। ধ্যান গম্ভীর হিমাদ্রি যেন চঞ্চল হয়ে ওঠে,—বেজে ওঠে হাহাকার ধ্বনি। ফল্গুধারার অদৃশ্য কলনাদ হিমালয়ের বুকে বুঝি প্রলয় নৃত্য সুরু করে!

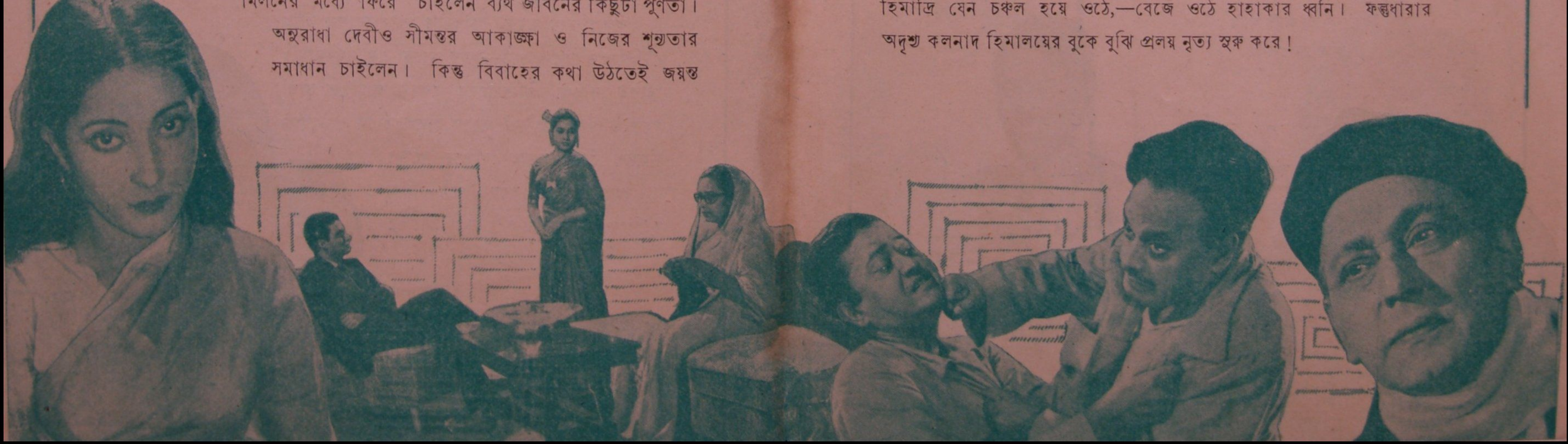

সঙ্গীত

১

এ কী চঞ্চলতা জাগে আমার মনে
ভালো লাগে কত ভাল লাগে ॥

এই—তো প্রথম দ্বার খুলে
ছুটে আমি এসেছি
ফুলে ফুলে ওই হাসি দেখে
আমিও যে হেসেছি
তারা ভরা এই রাত আমি দেখিনি
কখনো আগে
ভালো লাগে কত ভাল লাগে ॥

ওগো বাঁশী শোনো আজ বুকে সুর ভরে দাও
আমার আনন্দ আজ তুমি শুধু জেনে নাও ॥

কিছু নেই তবু আছি আমি
আজ যেন মেনেছি
ভালো লাগা ওগো কারে বলে
এই তো প্রথম জেনেছি
ভরে গেছি আমি আজ এই
মায়াভরা অনুরাগে
ভালো লাগে কত ভাল লাগে ॥

২

ভুল সবই ভুল
এই জীবনের পাতায় পাতায়
যা লেখা সব ভুল ॥

এই শ্রাবণে মোর ফাগুন যদি
দেয় দেখা সব ভুল ॥

প্রশ্ন করি নিজের কাছে কে আমি
কোথায় ছিলাম কোথায় যাব এই আমি
মেঘের ফাঁকে একটু চাঁদের ওই রেখা
সে ভুল সবই ভুল ॥

চলে গেলে ডাকবে না তো কেউ পিছু
স্মৃতি আমার থাকবে না তো আর কিছু
যদি ভাবি এই আমি আর নই একা
সে ভুল সবই ভুল ॥

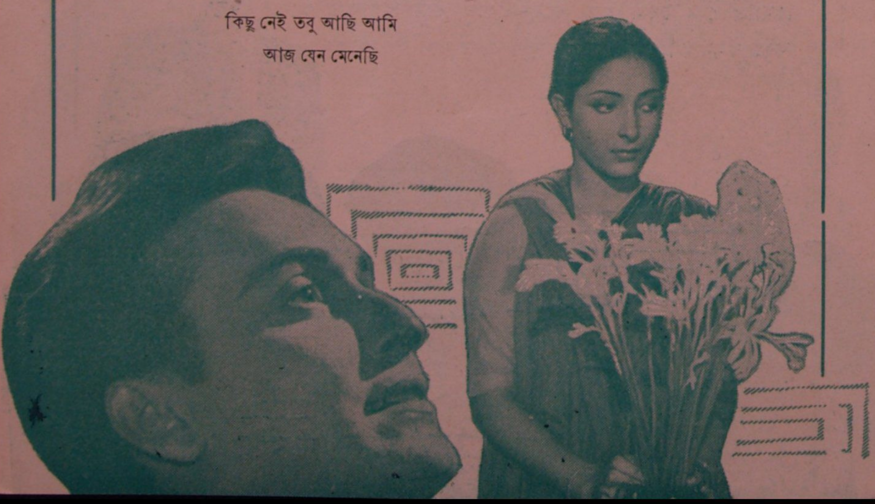

রূপায়ণে

শ্রেষ্ঠাংশে—সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও তন্দ্রা বর্ম্মণ

অন্যান্য চরিত্রে

ছবি বিশ্বাস	ছায়া দেবী
ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়	রঞ্জনা বন্দোপাধ্যায়
জহর রায়	অর্পণা দেবী
শিশির বটব্যাল	আশা দেবী
পঞ্চানন ভট্টাচার্য	শান্তা দেবী
বীরেন চট্টোপাধ্যায়	ইরা চক্রবর্তী
বৈদ্যনাথ রায়চৌধুরী	রমা দাস
ননী মজুমদার	সুনীতা দত্ত
ঋষি বন্দ্যোপাধ্যায়	মায়া রায়
মনি শ্রীমানি	পূর্ণিমা রায়

গুরুদাস মুখার্জি, পান্নালাল চক্রবর্তী, খগেশ চক্রবর্তী, শিবু দত্ত, ক্ষিতীশ আচার্য, সুশীল দাস, তিনু ঘোষ, ভোলানাথ কয়াল।

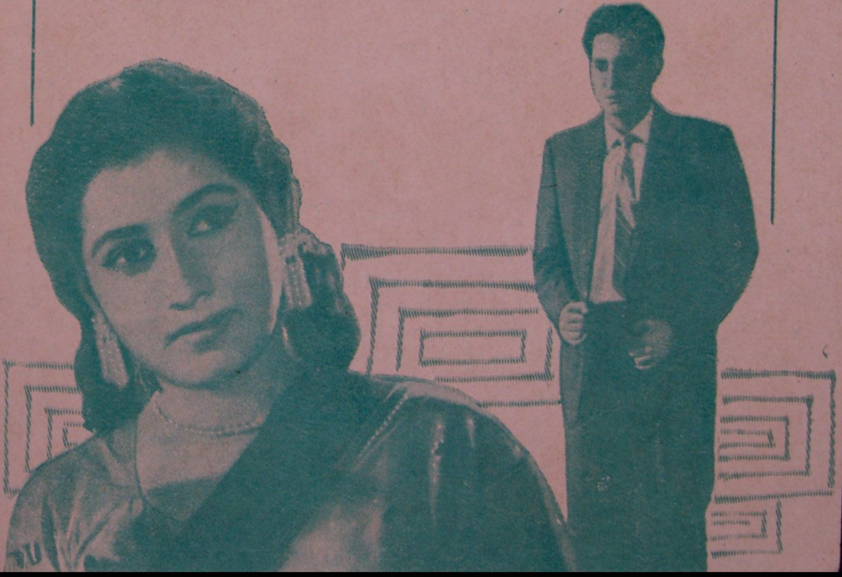

আর·ডি·বি'র

পরবর্তী চিত্র সম্ভার!

এক টুকরো আগুন

পরিচালনা· বিনু বর্ধন

কাহিনী ও চিত্রনাট্য· নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

সঙ্গীত· হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

সাত পাকে বাঁধা

কাহিনী ও চিত্রনাট্য·
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সঙ্গীত·
হেমন্ত মুখোপাধ্যায়